যার শেষ ভালো...

আহমেদ আল আমীন

অবিশ্বাস্য ভিড়। চারদিকে বাজছে বাংলার গান। এ যেন অপূর্ব মিলন মেলা। বাঙালি তার প্রিয় একুশে ফেব্রুয়ারির দিন ঘরে বসে থাকেনি। তাই যথারীতি প্রচন্ড ভিড় দেখা গেছে মেলা প্রাঙ্গণে ও বাইরে। দেখে বোঝাই যাচ্ছিল না এক সপ্তাহ আগেই টিএসসিতে হামলা করেছিল দৃষ্কৃতকারীরা। বোমাতঙ্ক কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি একুশে ফেব্রুয়ারিতে। তাই বেশ জমে উঠেছিল মেলা এবং তা শেষ পর্যন্ত চলেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় খুব একটা আক্রান্ত হয়নি বইমেলা। বলা যায় শেষ হয়েছে ভালোমতোই।

এবছর মেলায় প্রায় সহস্রাধিক নতুন বই এসেছে। বেড়েছে প্রবন্ধ ও গবেষণধর্মী বইয়ের চাহিদা।

প্রহসনের নীতিমালা

নিজের তৈরি নীতিমালা কার্যকর করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বাংলা একাডেমী। নিজ নিজ স্টলে স্ব স্ব প্রকাশনীর বই বিক্রি সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে একাডেমীর উচ্চবাচ্য পর্যন্তই থেমে আছে। কাজের কোনো অগ্রগতিই দেখা যায়নি। একাডেমী ও প্রকাশকরা মতৈক্যে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত বলতে পারছেন না মেলা করা প্রকাশক না কি বিক্রেতাদের? নীতিমালা ভঙ্গ করে সরকারদলীয় সংগঠক আর প্রকাশক নামধারী বিক্রেতারা হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, হুমায়ুন আজাদ, আনিসুল হকের বই বিক্রি করেছেন মাসজুড়ে।

এসব ভুঁইফোড় স্টলের কারণে মেলার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে আর ক্রেতারা হয়েছেন বিভ্রান্ত। বই কারবারের বাংলা একাডেমী সৃজনশীল প্রকাশকদের দলীয় ব্যাপারে কোনো সাড়া দেয়নি যা মেলার ভবিষ্যতের জন্য অশুভ।

একুশে পদক

নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সরকার ১৪ জন দেশবরেণ্য ব্যক্তির নামে একুশে পদক ঘোষণা করেছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে নগদ ৪০ হাজার টাকা ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। এবারের একুশে পুরস্কার পেয়েছেন বরেণ্য শিক্ষাবিদ, লেখক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্য ১৩ জন হলেন- মোঃ সাইফুর রহমান ও খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন- ভাষা সংগ্রাম, মরহুম সৈয়দ মুজতবা আলী- সাহিত্য (মরণোত্তর), প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ- শিক্ষা, অধ্যাপক জুবাইদা গুলশান আরা-সাহিত্য, প্রয়াত মহানংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো- সমাজসেবা (মরণোত্তর), মরহুম অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমদ- সাহিত্য (মরণোত্তর), আবু সালেহ- সাহিত্য, বশির আহমেদ- সংগীত, শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা- শিক্ষা, মোহাম্মদ আব্দুল গফুর- ভাষা সংগ্রাম, আবু সাত্তার মোহাম্মদ শাহ জামান, আপেল মাহমুদ- সংগীত এবং মোঃ মাশির হোসেন- সাংবাদিকতা।

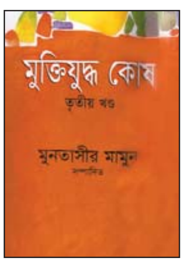

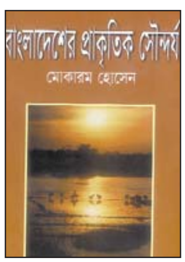

নতুন বই

দিব্য প্রকাশ থেকে এসেছে সুব্রত বড়ুয়ার ইতিহাসে বাংলাদেশ, ফ্রেডারিখ নীটবোর জরথুস্ত্র বললেন মঈনুল আহসান সাবেরের সুকুমারের লজ্জা, যে কেউ না, তার সঙ্গে; জাফর আলমের অনুবাদ ও সম্পাদনায় নির্বাচিত উর্দু গল্প। মাওলা থেকে এসেছে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা বেগম রোকেয় রচনাবলীন সময় থেকে এসেছে মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত ৩ খন্ডের মুক্তিযুদ্ধ কোষ, আলী ইমামের কিশোর উপন্যাস সমগ্র-২।

শ্রাবণ থেকে এসেছে প্রাণেশ সমাদ্দারের সিপাহী বিদ্রোহে ঢাকা, আসাদ চৌধুরী সম্পাদিত ফিলিস্তিন ও প্রতিবেশী দেশের প্রতিবাদী আরবী কবিতা, ধ্রুব এষের তুই কী একটা ভূত। শাহাদৎ হোসেন নিপুর আ- তে আবৃত্তি

ঐতিহ্য থেকে এসেছে ওয়াহিদুল হকের সংস্কৃতিই জাগরণের প্রথম সূর্য, অদিতি ফাল্গুনীর বানিয়ালুকা ও অন্যান্য গল্প, মতিউর রহমান সম্পাদিত আলতাফ মাহমুদ এক ঝড়ের পাখি, রজার ল্যানসেলিন গ্রীনের দ্য

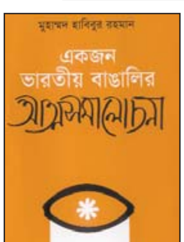

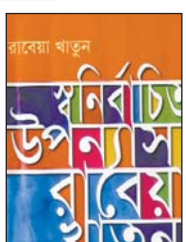

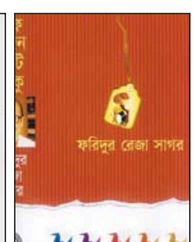

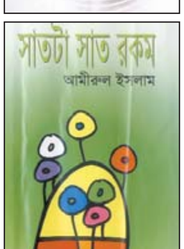

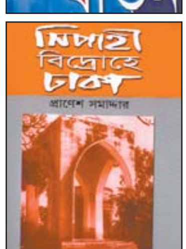

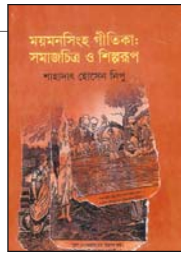

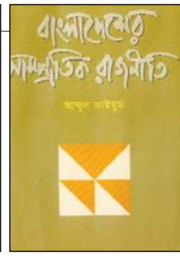

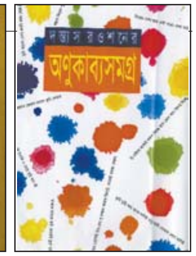

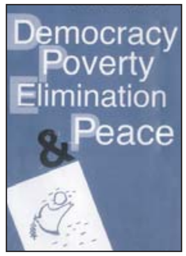

অ্যাডভেঞ্চারস্ অব রবিনহুড অনন্যা থেকে এসেছে স্বদেশ রায়ের শিবসার স্রোত।

নবরাগ প্রকাশনী থেকে এসেছে ময়মনসিংহ গীতিকা : সমাজচিত্র ও শিল্পরূপ। পাঠক সমাবেশ থেকে এসেছে রোবায়েত ফেরদৌস ও ফিরোজ জামান চৌধুরী সম্পাদিত বিশেষ জনের বিশেষ সাক্ষাৎকার। সাহিত্য প্রকাশ থেকে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা, মুক্তধারা থেকে এসেছে রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থনীতির গুরুত্ব। ঘাস-ফুল-নদী থেকে এসেছে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বীর কন্যা প্রীতিলতা, জসীম মাহমুদের প্রেম ও প্রশাসন। পার্ল থেকে এসেছে ৫১বর্তী, শেকড় থেকে এসেছে এক ছিল এক মেঘকন্যা।

মেলায় এসেছে শামীম শাহেদের দুটি গল্পগ্রন্থ। মেয়ে তুমি চাঁদ হও ও কাটামুন্ডু।

এম এম এমরান চৌধুরীর সমকালীন ভাবনা।

মেলায় আসা ভালো প্রবন্ধের বই

সময় প্রকাশন থেকে বেরিয়েছে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন সম্মাদিত ‘মুক্তিযুদ্ধ শেষ’। যা ইতিমধ্যে পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে।

জাগৃতি- থেকে মেলায় এসেছে প্রবন্ধের বই মিজান রহমান সম্পাদিত বাঙালির চিন্তাধারা, সূচিপত্র- আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদকের কলমে, দিব্য থেকে সুব্রত বড়ুয়ার ইতিহাসে বাংলাদেশ।

অন্যপ্রকাশে- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রভুর যত ইচ্ছা, কণার অনিশ্চিত যাত্রা। ঐতিহ্য-মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের রবীন্দ্র বাক্যে সঙ্গীত ও সাহিত্য। রফিকুল ইসলামের হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য, ঢাকার কথা।

ফরিদুর রেজা সাগরের ‘হাফ ডজন ছোটকাকু’। নির্মলেন্দু গুণের ‘AšRvj’।

মাওলা-মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মকথা, বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর বাংলাদেশের দুঃখের বিচার, দাউদ হায়দারের নির্বাসনের কবিতা, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনূদিত গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের পেয়ারার সুবাস, শ্রাবণ থেকে এসেছে বদরুদ্দিন উমরের উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, মোহাম্মদ শামছুজ্জামানের খালপাড়ের পদাবলী, আনু মুহাম্মদের বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ।

অনন্যা- ভালো প্রবন্ধের বই আহমদ শরীফের বাংলার মণীষা, শামসুর রাহমানের কবিতাসমগ্র, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ধর্ম, রাষ্ট্র, রাজনীতি; সাহিত্য প্রকাশ- শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা। স্বদেশ রায়ের শিবশার চর।

পাঠক সমাবেশ- রোবায়েত ফেরদৌস ও ফিরোজ জামান চৌধুরী সম্পাদিত বিশেষ জনের বিশেষ সাক্ষাৎকার।

অনুপম- থেকে আসা ভালো প্রবন্ধের বই ভবেশ রায় ও হাসান হাফিজ সম্পাদিত হাজার বছরের ছড়া কবিতা সময়- অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের আমার উপস্থাপক জীবন। নবরাগ- শাহাদাৎ হোসেন নিপুর ময়মনসিংহ গীতিকা: সমাজচিত্র ও শিল্পরূপ।

বই প্রেমীরা দীর্ঘ এক বছর ধরে অপেক্ষা করে একুশে বই মেলার জন্য। একুশের মাস পরিণত হয় লেখক-প্রকাশক পাঠকদের মিলন মেলায়। অথচ বাংলা একাডেমীর স্বল্প পরিসরে অধিক সংখ্যক স্টল বরাদ্দ মেলার সৌন্দর্য অনেক খানি কমিয়ে দেয়। মেলায় আগত দর্শকরা যাতে স্বাচ্ছন্দে মেলা উপভোগ করতে পারে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে ভবিষ্যতে।

---

evsjv GKv‡Wgx ci ¨vi

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত হয়েছে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম। চলতি বছর সাহিত্য পুরস্কারপ্রপ্তারা হলেন- আমজাদ হোসেন (কবিতা-উপন্যাস-ছোটগল্প), মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু (কবিতা-উপন্যাস-ছোটগল্প), মুহম্মদ আসাদ্দর আলী (গবেষণা-প্রবন্ধ-বিজ্ঞান), মুহম্মদ জাফর ইকবাল (গবেষণা-প্রবন্ধ-বিজ্ঞান), জাফর আলম (অনুবাদ-নাটক-শিশু সাহিত্য) ও ফরিদুর রেজা সাগর (অনুবাদ নাটক-শিশু সাহিত্য)।

আমজাদ হোসেন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ফরিদুর রেজা সাগর

বাংলা একাডেমীর পুরস্কার নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তিনজন যোগ্য লেখককে এবার পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এরা হলেন আমজাদ হোসেন, মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও ফরিদুর রেজা সাগর। এদের সঙ্গে আরো তিনজনকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে লেখক হিসেবে যাদের অবদানের কথা প্রায় কেউই জানেন না। দলীয় পরিচয় এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

কিছু সংখ্যক লেখক বাংলা একাডেমীর পুরস্কারের বিরুদ্ধে দলীয়করণের অভিযোগ করেছেন। ৩২ জন কবি-সাহিত্যিক এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, ‘মহান ভাষা আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমী দেশের বরেণ্য কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও গবেষকদের নিজ নিজ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যে পুরস্কার প্রদান করে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে, সে পুরস্কার অযোগ্য ও দলীয় লেখকদের প্রদান করা হচ্ছে। এ ঘৃণ্য কর্মকান্ড একুশে চেতনার বিরোধী।’ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন বাংলা একাডেমীর ফেলো হাবীবুল্লাহ সিরাজী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ সামাদ, মোহন রায়হান, মশিউল আলম, আমীরুল ইসলাম, আনিসুল হক, বুলবুল মহলানবীশ, আসলাম সানী, হালিম আজাদ প্রমুখ।

এ ব্যাপারে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ২০০০কে বলেন, ‘বাংলা একাডেমী সরকারের একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। এর নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। দলীয়করণের মাধ্যমে পুরস্কার দিয়ে বাংলা একাডেমী একুশের চেতনাকেই কলঙ্কিত করে।’